দৈনিক ইত্তেফাক

18 DEC 2013

স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে শুক্রবারের অপেক্ষা

■ নিজামুল হক

দেশের চিরচেনা শুক্রবারের দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। বিনোদনের এ দিনটি ব্যস্ত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের পেছনে। শিক্ষার্থীদের পাঠদান বা পরীক্ষার জন্য ছুটতে হচ্ছে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলের টানা অবরোধের কারণে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে না। তাই সপ্তাহের জমানো ক্লাস এবং পরীক্ষা বাধ্য হয়ে ছুটির দিন শুক্রবারে নিতে হচ্ছে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে।

হরতাল অবরোধে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ে বিপাকে পড়েছে কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, আমরা শুক্রবারের অপেক্ষায় থাকি। টানা অবরোধ হরতাল হচ্ছে, এক মাসে মাত্র চারটি শুক্রবার অবরোধ মুক্ত পাচ্ছি। এই চারদিনই পরীক্ষা পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

স্কুল-কলেজ ভার্সিটিতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নেয়া সম্ভব হচ্ছে। তিনি জানান, ২০১১ সালের চতুর্থ বর্ষের দুটি পরীক্ষা গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষা হবার কথা ছিল এর আগের শনিবার। আগামী শুক্রবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (২০ ডিসেম্বর) এলএলবি পরীক্ষা এবং পরবর্তী শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা। আর কলেজগুলোতে নিয়মিত ক্লাস নেয়া সম্ভব না হওয়ায় তারাও শুক্রবারটি বেছে নিচ্ছেন।

একাধিক স্কুল ও কলেজ প্রধান জানিয়েছেন, পরীক্ষা এখনও শেষ করা যায়নি। কিন্তু সরকার থেকে নির্দেশনা রয়েছে ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করতে হবে। আমরা হরতাল ও অবরোধ মুক্ত দিনের অপেক্ষায় থাকি। সাধারণত শুক্রবারই অবরোধ হরতাল মুক্ত থাকে। তাই এ দিনটিতে আমরা একের অধিক পরীক্ষা নিয়ে থাকি।

গত শুক্রবার ভিকারুননিসা নূন স্কুলে প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী শুক্রবারও বিভিন্ন শ্রেণীর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এভাবে পরীক্ষা শেষ করতে না পারা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরীক্ষা শুক্রবারেই নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হরতাল অবরোধে অটোপ্রমোশন দেয়া প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও বলেছেন, অবরোধের মতো যতো কঠোর কর্মসূচি আসুক না কেন নির্ধারিত সময়েই স্কুলগুলোতে বার্ষিক পরীক্ষা সম্পন্ন হবে। অটোপ্রমোশন দেয়া যাবে না। তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলের প্রায় সব স্কুলেই পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। শহরের কয়েকটি অঞ্চলে এখনো পরীক্ষা বাকি রয়েছে। শুক্রবার এবং ছুটির দিনগুলোতে এসব স্কুলের পরীক্ষা নেয়া হবে।

হরতালের কারণে চলতি বছর এসএসসি'র ৩৭টি এবং এইচএসসির ৩২টি বিষয়ের পরীক্ষাসূচি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। টানা অবরোধের ক্ষেত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার।

এছাড়া জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট, প্রাথমিক শিক্ষাসমাপনী পরীক্ষাগুলোও শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এক অভিভাবক জানান, সপ্তাহের একটি বিশেষ দিন শুক্রবার। এই দিনটিতে সবাই চায় প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটাতে। কোথাও ঘুরতে। কিন্তু শুক্রবারে পুরো সপ্তাহের ক্লাস পরীক্ষার চাপ থাকার কারণে তা আর উপভোগ করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা।

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের শিক্ষার্থী আয়শা জানায়, প্রতিবছর পরীক্ষার পর বেড়াতে যাই। কিন্তু এবার পরীক্ষাই শেষ হলো না। আর শুক্রবারও ছুটি পাই না। এ দিনই পরীক্ষা দিতে হয়। রাজধানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জানান, তাদের ক্লাস ও পরীক্ষা শুক্রবারই অনুষ্ঠিত হচ্ছে।